ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬:

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: ‘এজেন্ডা ২০৩০’ বা ‘এসডিজি’ হিসেবে পরিচিত
  - ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ বৈঠকে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত
  - ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে কার্যকর; সদস্য রাষ্ট্রগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ; ‘স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা’ প্রতিবেদন দাখিলের অঙ্গীকার
  - ১৭টি ‘বৈশ্বিক অভীষ্ট’; ১৬৯টি লক্ষ্য ও ২৪৪টি সূচক
  - সংখ্যাগত ধারণা থেকে গুণগত ধারণার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ
- এসডিজি ১৬: ‘টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ’
  - অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য ১২টি, সূচক ২৩টি
- এসডিজি’র অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
- সরকারের অগ্রগতি প্রতিবেদনের পরিপূরক হিসেবে স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
- সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) অন্যতম উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য ও পরিধি

উদ্দেশ্য

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা

পরিধি

- এসডিজি ১৬'র ১২টি লক্ষ্যের মধ্যে চারটি লক্ষ্যের ওপর পর্যালোচনা (১৬.৪, ১৬.৫, ১৬.৬, ১৬.১০)
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বলে এসব লক্ষ্য নির্বাচিত হয়েছে
- নির্বাচিত লক্ষ্যগুলোর মধ্যেও যেসব বিষয় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় সেগুলোর ওপর পর্যালোচনা করা হয় নি

গবেষণা পদ্ধতি

- গুণগত গবেষণা - **প্রধানত গুণগত ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহৃত**
- তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস
  - **সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা** - সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, গবেষণা প্রতিবেদন, আন্তর্জাতিক সূচক, দেশভিত্তিক প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন, জাতীয় তথ্যভান্ডার, মিডিয়া প্রতিবেদন
  - **মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার** - বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, পেশাজীবী, সাংবাদিক
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি লক্ষ্যকে তিনটি আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে
  - প্রস্তুতি - **আইনি, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো**
  - বাস্তবতা - **আইনি, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রায়োগিক বাস্তবতা**
  - চ্যালেঞ্জ - **প্রায়োগিক ঘাটতির কারণ**
- গবেষণার সময়: **তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরি এপ্রিল - আগস্ট ২০১৭**

গবেষণার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ

- উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় এসডিজি বাস্তবায়ন ও তদারক কমিটি
- এসডিজি বাস্তবায়নে মূল মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম চিহ্নিত করা
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহযোগিতায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক এসডিজি তদারকির জন্য তথ্যের ঘাটতি বিশ্লেষণ - এসডিজি তদারকি কাঠামো তৈরি প্রক্রিয়াধীন
- ফলাফলভিত্তিক তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য ওয়েবভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার পদ্ধতি (এসডিজি ট্র্যাকার)
- এসডিজি অর্জনের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্ম-পরিকল্পনা
- এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়নের চাহিদা ও কৌশল নির্ধারণ (২০৩০ পর্যন্ত ৯২৮.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
- ২০১৭ সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যের ওপর জিইডি কর্তৃক ‘স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা’ প্রতিবেদন তৈরি ও জাতিসংঘে উপস্থাপন
- এনজিও, সিএসও, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত এবং মিডিয়ার সাথে আলোচনা
- বেসরকারি অংশীজনের উদ্যোগে ‘এসডিজি’র জন্য নাগরিক প্ল্যাটফর্ম’ প্রতিষ্ঠা

এসডিজি অর্জনে গৃহীত উদ্যোগের চ্যালেঞ্জ

- এসডিজি’র ২৪৪টি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য ২৪১টি; এর মধ্যে সরকারের কাছে ৭০টি সূচকের ওপর সম্পূর্ণ ও ১০৮টি সূচকের ওপর আংশিক তথ্য রয়েছে; বাকি ৬৩টি সূচকের ওপর সরকারি কোনো তথ্য নেই
- দুর্নীতি ও ঘুষের ওপর সরকারি কোনো তথ্য নেই; অর্থপাচার ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের ওপর সরকারের কাছে আংশিক তথ্য বিদ্যমান
- দুর্নীতি ও ঘুষের ওপর আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্তকে সরকারের একাংশের অস্বীকার করার প্রবণতা
- দুর্নীতি ও ঘুষের ওপর তথ্য সংগ্রহে নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে সরকারের একাংশের অনীহা

লক্ষ্য ১৬.৪

“২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ অর্থ ও অস্ত্র প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো, ব্যবহৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার ও প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা এবং সকল প্রকার সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবেলা করা”

সূচক ১৬.৪.১: দেশের ভেতরে ও বাইরে অবৈধ অর্থ প্রবাহের মোট মূল্য (চলতি মার্কিন ডলারে)

প্রস্তুতি

- **অর্থপাচার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন -** অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫), অপরাধ সংক্রান্ত পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা আইন ২০১২
- **সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব অর্পণ -** বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন, অপরাধী তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন
- **বিশেষ কমিটি গঠন -** অর্থপাচার প্রতিরোধ ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি, চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয় টাস্কফোর্স
- **দুটি জাতীয় ঝুঁকি পর্যালোচনা, দুটি খাতভিত্তিক (রিয়েল এস্টেট ও এনজিও) কাঠামোগত ঝুঁকি পর্যালোচনা সম্পাদন**
- **অর্থপাচার ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য জাতীয় কৌশল (২০১৫- ২০১৭) প্রণয়ন; নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ**
- **আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ -** এগমন্ট গ্রুপ (১৫২ সদস্য রাষ্ট্র), বিশ্ব শুল্ক সংস্থা, রিজিওনাল ইন্টেলিজেন্স লিয়াজোঁ অফিসেস; আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের জন্য ৫৫টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বাস্তবতা

- ## অবৈধভাবে অর্থপাচারের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি
  - ২০০৫-২০১৪ সময়ে বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচারের পরিমাণ ১২০% বৃদ্ধি; প্রাক্কলিত অর্থ ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
  - ২০১১-২০১৬ সময়ে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের জমা বৃদ্ধি - ২০১৫ সালে ৪,৬২৭ কোটি টাকা থেকে ২০১৬ সালে ৫,৫৬০ কোটি টাকা (যদিও এ তথ্য সম্পর্কে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি রয়েছে)
  - অবৈধভাবে অর্থ প্রবেশের পরিমাণ ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১২০% বৃদ্ধি
  - বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চুরি - সাইবার অপরাধীদের দ্বারা ১০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চুরি ও পাচার (ফিলিপাইনে ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও শ্রীলংকায় ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
- ## চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার
  - বাজেয়াপ্ত - ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৯.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৭২.৮১ কোটি টাকা); ২০১৬-১৭ সালে জরিমানা বাবদ ০.৩৪ মিলিয়ন ডলার (২.৭৩ কোটি টাকা)
  - পুনরুদ্ধার - বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চুরি হওয়া ৩৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

বাস্তবতা

- আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে অগ্রগতি
  - ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স-এর সাথে টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স-এর বিবেচনায় সন্তোষজনক অবস্থান - ৪০টি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের মধ্যে পুরোপুরি কমপ্লায়েন্ট ৬টি, বহুলাংশে কমপ্লায়েন্ট ২২টি, আংশিক কমপ্লায়েন্ট ১২টি
  - অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৮২তম (ব্যাসেল এএমএল ইনডেক্স ২০১৭)
- অর্থপাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতার জন্য বিএফআইইউ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ
- বিভিন্ন আর্থিক ও আর্থিক নয় এমন সংস্থা থেকে সন্দেহজনক অর্থবিনিময় প্রতিবেদন (এসটিআর) সংগ্রহ করে আইন প্রয়োগকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর
- ২০১০-২০১৪ সময়ের মধ্যে দুর্নীতি, অর্থপাচার, জঙ্গি অর্থায়ন, ওষুধপাচার, মানবপাচার, জুয়া, আত্মসাৎ,কর ও শুল্ক অবমুক্ত সংক্রান্ত ৩৮টি বৈদেশিক অনুরোধ গ্রহণ; ১৭টি অনুরোধ বিদেশে প্রেরণ
- অর্থপাচার মামলা - ২০১০ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত দশটি মামলার বিচার সম্পন্ন; দশটি দণ্ডাদেশ; বর্তমানে ২২২টি মামলা চলমান

চ্যালেঞ্জ

- জাতীয় ও খাতভিত্তিক ঝুঁকি পর্যালোচনায় ঘাটতি - নিয়ন্ত্রক সংস্থার রাজনীতিকরণ, দুর্নীতিতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আঁতাত, সিকিউরিটিজ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বোর্ডে সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ব্যবসা ও রাজনীতির সাথে ত্রিমুখী সম্পৃক্ততা
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অর্থপাচারের ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা - সাম্প্রতিক ঋণ কেলেংকারি, নির্বাহী কমিটি বা বোর্ডে রাজনৈতিক নিয়োগ
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, সিকিউরিটিজ ও অর্থ-সম্পর্কিত নয় এমন নির্দিষ্ট ব্যবসা বা পেশার (ডিএনএফবিপি) দ্বারা অর্থপাচার সংক্রান্ত ঝুঁকি ও ধারণার ঘাটতি
- অর্থপাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলে (২০১৫-১৭) কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সহায়তার দিক-নির্দেশনার ঘাটতি
- কোম্পানি আইন ১৯৯৪ ও ট্রাস্ট আইন ১৮৮২-তে কোম্পানি ও ট্রাস্টগুলোর জন্য ‘বেনামী মালিকানা’ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয় নি

- নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ঘাটতি
  - কার্যকরতার ঘাটতি - রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর মামলার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা; তদন্তের শুরুতে কার্যকরভাবে অর্থপাচার সংক্রান্ত অপরাধের তথ্য যাচাই, অবৈধ অর্থের উৎস সন্ধান ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি
  - কোনো কোনো নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানে সক্ষমতার ঘাটতি ও নিজস্ব মামলা পরিচালনা ইউনিটের অনুপস্থিতি (দুদক, এনবিআর)
  - অর্থপাচার মামলা পরিচালনায় আদালত ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের সক্ষমতার ঘাটতি
  - আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ওপর ভিত্তি করে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ার ঘাটতি
  - ডিএনএফবিপিগুলোর তদারকিতে ঘাটতি
  - অর্থপাচারের পরিমাণ নির্ধারণ ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচক যাচাইয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি

লক্ষ্য ১৬.৫

“সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা”

সূচক ১৬.৫.১: বিগত ১২ মাসে কোনো সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে, অথবা তাদের পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করেছে - এমন মানুষের অনুপাত

সূচক ১৬.৫.২: বিগত ১২ মাসে কোনো সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে, অথবা তাদের পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করা হয়েছে - এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অনুপাত

প্রস্তুতি

- দুর্নীতিবিরোধী আইন, নীতি ও শুদ্ধাচার কৌশল বিদ্যমান - আইনে দুর্নীতি সংক্রান্ত কার্যক্রম সংজ্ঞায়িত
- দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান - আইনি স্বাধীনতা ও মর্যাদা; আইনগত ক্ষমতা, নির্ধারিত কর্তৃত্ব (দুদক, বিচার বিভাগ) নিশ্চিত
- জাতীয় বিভিন্ন কৌশলপত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের অঙ্গীকার - রূপকল্প ২০২১, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)
- জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে স্বাক্ষর, অনুসমর্থন ও পরবর্তীতে বাস্তবায়নে কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ
- দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ - দুর্নীতি প্রতিরোধ, শনাক্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যক্রম পরিচালনা, দুর্নীতি প্রতিরোধে অংশীজনদের অংশগ্রহণ (নাগরিক সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী)
- আইনে সততা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা; উপহার, সুবিধা, এবং বন্ধুত্ব; স্বজনপ্রীতি, কর্তৃত্বের অপব্যবহার, স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ
- সংসদ সদস্যদের জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা
    - জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক (আরপিও), সাধারণ জনগণের কাছে সহজলভ্য হওয়ার কথা
    - লাভজনক কোনো প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করলে সংসদ সদস্যপদ বাতিল হওয়ার কথা

প্রস্তুতি

- সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা
  - নিষিদ্ধ - দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেখানে ক্ষমতা/ প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে বিনিয়োগ করা; সরকারি কর্মচারীদের আওতার মধ্যে পড়ে এমন ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হওয়া
  - রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ
  - প্রতি বছরশেষে সম্পদের বিবরণী ঘোষণা করতে হবে
  - স্বার্থের দ্বন্দ্ব অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থা
- তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদান ও তার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আইন প্রণীত
- সরকারি ক্রয় ও চুক্তিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত বিধান
  - ক্রয়ের সর্বোচ্চ সীমা উল্লিখিত
  - বিজ্ঞাপন প্রকাশ
  - স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ
  - বেসরকারি খাত থেকে দরদাতা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নির্দিষ্ট
  - আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করলে শাস্তির ব্যবস্থা

বাস্তবতা

- যথেষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান
- ঘুষ ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা - বিভিন্ন খাত (সরকারি ও বেসরকারি) থেকে সেবা নিতে গিয়ে জরিপকৃত খানার ৬৭.৮% দুর্নীতির শিকার, সেবা পেতে ৫৮.১% খানার নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য (খানা জরিপ, টিআইবি, ২০১৫); ধারাবাহিকভাবে খানা জরিপে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার উচ্চ
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থান নিম্ন
    - শূন্য (০) থেকে ১০০ স্কেলে ২৬ পয়েন্ট, অবস্থান ১৭৬টি দেশের মধ্যে ১৪৫তম (দুর্নীতির ধারণাসূচক ২০১৬, টিআই)
    - দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ১০০ এর মধ্যে ১৮.৮ (বিশ্ব ব্যাংক ২০১৬)
    - অবৈধ অর্থ প্রদান ও ঘুষের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ২.৩ (৭ এর মধ্যে), অবস্থান ১৪৪টি দেশের মধ্যে ১৪০তম (গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস র‍্যাংকিং ২০১৪)
- দুর্নীতির প্রাক্কলিত অর্থমূল্য - জিডিপি'র ৫ শতাংশ (বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ২০১৬), জিডিপি'র ২-৩ শতাংশ (অর্থমন্ত্রী ২০১৫)

বাস্তবতা

- দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়
  - অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত করার হার কম
  - মামলা নিষ্পত্তির হার কম
  - দুর্নীতির তদন্ত ও মামলা পরিচালনায় দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ
- সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কার্যক্রম বৃদ্ধি
  - ২০১৬ সালে প্রাপ্ত ১২,৫৬৮টি অভিযোগের মধ্যে ১,৫৪৩টি অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত; প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে ৫৪৩টি অভিযোগ প্রেরণ (এর আগের বছরগুলোতে গড়ে ১,০২০টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত)
  - ২০১৬ সালে ৩৫৯টি অবৈধ উপায়ে সুবিধা লাভ সংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত ও ঘুষ নেওয়ার জন্য ১৩ জনকে আটক ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; অবৈধ উপায়ে সুবিধা লাভ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় ৩৮৮ জনকে আটক
  - দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম - প্রতিষ্ঠান ও এলাকাভিত্তিক গণশুনানি আয়োজন; নির্বাচিত ২৫টি খাত ও প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্যোগ
  - দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর জন্য দুদক কর্তৃক হটলাইন চালু

চ্যালেঞ্জ

- আইনি সীমাবদ্ধতা
  - সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়; স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত প্রদত্ত বিবরণ প্রকাশ করতে তাঁরা বাধ্য নন
  - সরকারি কর্মচারীদের জন্য অবসর গ্রহণের পর একই খাতের বেসরকারি কোনো চাকরিতে যোগদানের পূর্বে কতদিন ব্যবধান থাকতে হবে সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই
  - সংসদ সদস্যরা তাদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য নন
  - বাংলাদেশে 'লবিইং' সংক্রান্ত কোনো আইন বা নীতি নেই
  - গোপনীয় তথ্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য আইন ও নীতিমালায় কোনো মানদণ্ডের উল্লেখ নেই
  - জনস্বার্থ সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পেশাগত বাধ্যবাধকতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, তথ্য প্রকাশকারী কোনো সমস্যায় পড়লে তার প্রতিকার, অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ, কার্যকর ও সময়োপযোগী পদ্ধতির উল্লেখ নেই
  - একক উৎস থেকে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় ও চুক্তি আইনে সুস্পষ্টভাবে সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখ নেই
  - দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের বেনামী মালিকানার তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই
  - সরকারি ক্রয়ে গোপন আঁতাত বন্ধ করার জন্য কোনো বিধান নেই

- প্রায়োগিক ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ
  - দুর্নীতিবিরোধী কোনো কৌশলগত পরিকল্পনা নেই (দুদক)
  - সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী সাধারণ জনগণের কাছে সহজলভ্য নয়
  - কতজন কর্মচারী সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করেনি তাদের কোনো পরিসংখ্যান নেই
  - প্রকাশিত সম্পদের বিবরণীর কোনো অনলাইন ডেটাবেইজ নেই যার মাধ্যমে অন্যান্য সংস্থা যাচাই করতে পারে
  - সরকারি কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের স্বার্থ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা, সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী যাচাই করা, তথ্য প্রকাশকারীদের নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কোনো নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নেই
  - সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য একই রকম তথ্য প্রকাশ পদ্ধতির অনুপস্থিতি
  - তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব; আইনের বাস্তবায়ন সীমিত

লক্ষ্য ১৬.৬

“সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ”

সূচক ১৬.৬.১: খাতভিত্তিক (বা বাজেট কোড বা অনুরূপ কোন বিষয় ভিত্তিক) অনুমোদিত মূল বাজেটের তুলনায় প্রাথমিক সরকারি খরচের অনুপাত

সূচক ১৬.৬.২: সরকারি সেবার সর্বশেষ অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও খাত

গবেষণার পর্যালোচনার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও খাতগুলোকে বেছে নেওয়া হয়েছে

১. সংসদ

২. নির্বাহী বিভাগ **(রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য)**

৩. বিচার বিভাগ

৪. স্থানীয় সরকার

৫. জনপ্রশাসন

৬. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

৭. নির্বাচন কমিশন

৮. মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

৯. দুর্নীতি দমন কমিশন

১০. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

১১. তথ্য কমিশন

১২. রাজনৈতিক দল

১৩. গণমাধ্যম

১৪. নাগরিক সমাজ / এনজিও

১৫. ব্যবসায় খাত

প্রস্তুতি

- সকল জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আইনে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে
  - সংবিধানের মাধ্যমে স্বাধীন পদমর্যাদা - সংসদ, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
  - আইনের মাধ্যমে স্বাধীন পদমর্যাদা - দুদক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন
  - সংবিধানে কর্তৃত্ব নির্ধারিত - স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান; জনপ্রশাসন; আইন প্রয়োগকারী সংস্থা; রাজনৈতিক দল
  - নাগরিক সমাজ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে বৈধতা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন ও কৌশল বিদ্যমান
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে নির্ধারিত - সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, নির্বাচন কমিশন, জনপ্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, দুদক
- কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন - সংসদ (২০১২- ২০১৪), মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (২০১৩-১৮), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (২০১৬-২০), তথ্য কমিশন (২০১৫-২১)

- সেবার মান উন্নত করার উদ্যোগ
  - এটুআই প্রকল্প ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা
  - মাঠ পর্যায়ে অটোমেশন সফটওয়্যারের ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-ফাইলিং ব্যবস্থার জন্য কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
  - ডিএমপিতে ই-ট্রাফিক পুলিশ পদ্ধতির প্রবর্তন, পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে অপরাধ তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, পুলিশ স্টেশনে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' এবং জেলা পর্যায়ে 'ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার' স্থাপন
  - ইউপি নির্বাচন ২০১৬-তে ওয়েব নির্ভর রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার; অনলাইন ভোটার নিবন্ধীকরণ; স্মার্ট কার্ড বিতরণ (চলমান)
  - মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে ডিজিটাল নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন
  - স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অনলাইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
  - কেন্দ্রীয় ই-সেবা - নথি, ই-তথ্যকোষ, জাতীয় তথ্য বাতায়ন
- শুদ্ধাচার উৎসাহিত করা - মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক সততা পুরস্কার নীতি ২০১৭, নৈতিকতা কমিটি গঠন, শিক্ষার্থীদের জন্য সততা ইউনিট গঠন (দুদক)

প্রস্তুতি

- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত উদ্যোগ
  - সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য নাগরিক সনদ প্রবর্তন
  - স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেটের প্রবর্তন
  - জেলা ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সাপ্তাহিক গণশুনানি
  - জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) গঠন, দুদক কর্তৃক সেবা খাত নিয়ে গণশুনানি
  - জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক উপদেষ্টা কমিটি গঠন
  - নিয়মিত প্রকাশনা - প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, বুলেটিন, নিউজলেটার প্রকাশ
  - বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা
- দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত উদ্যোগ
  - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর; ভাল কাজের জন্য জেলা প্রশাসকদের উৎসাহব্যঞ্জক পত্র প্রেরণ
  - ‘জনপ্রশাসন পুরস্কার নীতি’ প্রণয়ন

বাস্তবতা

প্রতিষ্ঠান	কার্যকরতা	স্বচ্ছতা	দায়বদ্ধতা
সংসদ	▪ বিরোধী দলের দ্বৈত ও দুর্বল ভূমিকা ▪ আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের সীমিত অংশগ্রহণ ▪ স্থায়ী কমিটির অনিয়মিত বৈঠক ▪ ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ▪ কমিটিসমূহের সক্রিয়তা ও কার্যকরতার ঘাটতি	▪ সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা হয় না ▪ আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয় না ▪ সংসদীয় কার্যক্রমে সীমিত প্রবেশাধিকার ▪ সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ করে না	▪ নির্বাচন ব্যতিরেকে জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের দায়বদ্ধ করার কোনো ব্যবস্থা নেই; সংসদের বাইরের কার্যক্রমের জন্য তাদের দায়বদ্ধতা নেই ▪ কোনো কোনো স্থায়ী কমিটির সদস্যের ‘স্বার্থের দ্বন্দ্ব’ বিদ্যমান
নির্বাহী বিভাগ	▪ নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন ▪ প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব	▪ সরকার প্রধান বা মন্ত্রিসভার সদস্যদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করে না	▪ নিরীক্ষা সংক্রান্ত আপত্তি কদাচিৎ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের দ্বারা আমলে নেওয়া হয় ▪ কর্মী পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তিত হয় নি ▪ কোনো কোনো মন্ত্রীর তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় নির্বাহী পরিচয় ব্যবহার করার প্রবণতা

বাস্তবতা

প্রতিষ্ঠান	কার্যকরতা	স্বচ্ছতা	দায়বদ্ধতা
বিচার বিভাগ	▪ মামলা জট - ৩১,৩৯,২৭৫ মামলা ▪ অধস্তন আদালতে সেবা প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতি ▪ স্বাধীনতা বিষয়ে অব্যাহত বিতর্ক	▪ উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি ▪ বিচারক ও বিচার বিভাগের কর্মীদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না	▪ অধস্তন আদালতের ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ
স্থানীয় সরকার	▪ সেবা প্রদান, সম্পদ বরাদ্দ, ক্রয় ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীলতা ▪ উপজেলা ও জেলা পরিষদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয় ▪ স্থানীয় সেবা প্রদানে 'দল-কেন্দ্রিক' মেরুকরণ ও দুর্নীতি	▪ ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না	▪ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর সরকার ও সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ ▪ রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে মেয়রদের বরখাস্ত করার প্রবণতা ▪ স্থানীয় সরকার বিভাগের দুর্বল তদারকি

বাস্তবতা

প্রতিষ্ঠান	কার্যকরতা	স্বচ্ছতা	দায়বদ্ধতা
জনপ্রশাসন	▪ সেবা প্রদান, সম্পদ বরাদ্দকরণ ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীলতা ▪ কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতি ▪ দক্ষ জনবলের ঘাটতি	▪ সরকারি কর্মকর্তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না ▪ অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পদোন্নতি ও পদায়ন	▪ অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয়
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা	▪ গত দশ বছরে অপরাধ সংঘটনের হার প্রায় অপরিবর্তিত ▪ বিচার-বহির্ভূত হত্যা, বিনা বিচারে আটকে রাখা ও গুমের অভিযোগ ▪ ঘুষ, দুর্নীতি ও আইনের অপব্যবহার; দায়িত্বে অবহেলা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেবা প্রদানে অস্বীকৃতি	▪ স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না ▪ বিচার-বহির্ভূত হত্যা সম্পর্কে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয় না	▪ বিচার-বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে তদন্ত ও মামলা করা হয় না

বাস্তবতা

প্রতিষ্ঠান	কার্যকরতা	স্বচ্ছতা	দায়বদ্ধতা
নির্বাচন কমিশন	▪ অবাধ, স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন করতে ব্যর্থতা ▪ নির্বাচনী সহিংসতা ও জাল ভোট ▪ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় যাচাই করা হয় না	▪ কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ▪ রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কমিশনের তৎপরতার ঘাটতি	▪ জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয় ▪ নির্বাচনী দায়িত্ব ও নীতিমালা ভঙ্গকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না
মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	▪ সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা প্রত্যেক বছর সম্পন্ন করতে পারে না ▪ তৃতীয় পক্ষের অডিট রিপোর্ট যাচাই করতে পারে না	▪ স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না ▪ অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সিএজি'র নিয়োগ	▪ সিএজি কার্যালয়ের কর্মীদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিষ্পত্তিতে ঘাটতি
দুর্নীতি দমন কমিশন	▪ মামলার দীর্ঘসূত্রতা ▪ মামলা পরিচালনায় দক্ষতার ঘাটতি; শাস্তির হার খুব কম ▪ দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এখনো কার্যকর নয়	▪ কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ▪ তদন্ত প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা	▪ বাহ্যিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থার অভাব

বাস্তবতা

প্রতিষ্ঠান	কার্যকরতা	স্বচ্ছতা	দায়বদ্ধতা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	▪ কার্যক্রম দৃশ্যমান নয় ▪ অনিষ্পন্ন অভিযোগের জট	▪ অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কমিশনের প্রধান ও কমিশনারদের নিয়োগ ▪ বার্ষিক প্রতিবেদনে আয়-ব্যয়ের তথ্য হালনাগাদ নয়	▪ বাহ্যিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থার অভাব
তথ্য কমিশন	▪ অনিষ্পন্ন অভিযোগের জট	▪ অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কমিশনারদের নিয়োগ	▪ বাহ্যিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থার অভাব
রাজনৈতিক দল	▪ অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের ঘাটতি ▪ রাজনীতিতে পেশীশক্তি ও অর্থের প্রাধান্য ▪ রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার ▪ নির্বাচনে বিজয়ী দলের সরকারকে নিজেদের দলের অংশ হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা	▪ তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ের তথ্যে অস্বচ্ছতা	▪ নির্বাচনের নিয়মকানুন না মানার অভিযোগ ▪ দলীয় প্রধানের কাছে আনুগত্য-নির্ভর দায়বদ্ধতা

বাস্তবতা

প্রতিষ্ঠান	কার্যকরতা	স্বচ্ছতা	দায়বদ্ধতা
গণমাধ্যম	▪ ব্যবসায়ী-রাজনীতিক মালিকানার প্রাধান্য ▪ দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় দ্বারা বিভক্ত ▪ সংবাদ প্রতিবেদনে স্ব-সেন্সরশিপ	▪ আয় এবং ব্যয়ে স্বচ্ছতার অভাব	▪ বেশিরভাগ গণমাধ্যমে ওয়েজ বোর্ড মেনে না চলার প্রবণতা
নাগরিক সমাজ/ এনজিও	▪ অনেকক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত ▪ প্রকল্প-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের প্রাধান্য ▪ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদেশী অনুদানের ওপর নির্ভরশীলতা; অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় প্রয়োজনের তুলনায় দাতার ভাবধারা বা প্রাধান্য অনুযায়ী পরিচালিত ▪ মত প্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত	▪ অনেকক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ মানসম্মত নয় ▪ অনেকক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে অপারগতা	▪ অনেকক্ষেত্রে দুর্বল অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা ব্যবস্থা ▪ সুবিধাভোগীদের কাছে জবাবদিহিতার ঘাটতি ▪ প্রধান নির্বাহী কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা
ব্যবসা খাত	▪ সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে অশুভ যোগসাজশ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদনের প্রবণতা; সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার ▪ শ্রমিক সংগঠন রোধের প্রবণতা ▪ ব্যবসায়িক সংগঠনের রাজনীতিকীকরণ	▪ মুনাফা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি	▪ কাজের পরিবেশ উন্নত করা ও শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারি নির্দেশ পালনে ঘাটতি

চ্যালেঞ্জ

- আইনে বিদ্যমান ঘাটতির কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাধাগ্রস্ত
  - দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা
  - নির্বাহী বিভাগের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করার জন্য কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই
  - আইনের অনুপস্থিতি/ সীমাবদ্ধতা - জনপ্রশাসন আইন নেই; পুলিশ আইন যুগোপযোগী নয়
  - মন্ত্রী, তাদের সমান পদমর্যাদার সদস্য ও সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধিমালা নেই; ওসিএজি'র কর্মকর্তাদের জন্য স্বার্থের সংঘাত বিষয়ক বিধিমালা নেই
  - নিয়োগে যথাযথ যোগ্যতা এবং নিয়োগ পদ্ধতির অনুপস্থিতি (উচ্চ আদালতের বিচারক, নির্বাচন কমিশন, সিএজি); বাছাইয়ের মানদণ্ড ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট নেই (দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার / সদস্য)
  - নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্তৃত্ব প্রদানের কারণে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে বিভ্রান্তি তৈরি
  - জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার ঘাটতি - সংসদ সদস্য; নির্বাচন কমিশন; সিএজি; দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার / সদস্য

চ্যালেঞ্জ

- নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তারের ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই
  - সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টার ভূমিকা ও প্রশাসনের ক্ষমতার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অপর্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসন; স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকার কর্তৃক বরখাস্ত করার ক্ষমতা
  - দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ - আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সিএজি, নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন
  - বাজেট ও প্রশাসনিক জনবলের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা - সংসদ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সিএজি, নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন
  - অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ - গণমাধ্যম, ব্যবসায়, নাগরিক সমাজ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির জন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ তৈরি; আইনের মাধ্যমে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ নিয়ন্ত্রণ - তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০১৩, বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৬
  - নিয়োগে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব - প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগে নিয়োগ; বিভিন্ন সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য নিয়োগ

চ্যালেঞ্জ

- প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের ঘাটতি - বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন, দুদক, ওসিএজি, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন
- দক্ষতার ঘাটতি - ব্যবসায়, গণমাধ্যম, স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে
- পর্যাপ্ত অবকাঠামোর ঘাটতি - বিচার বিভাগ, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন
- বাজেট সীমাবদ্ধতা - এনজিও'র দাতা-নির্ভরতা, গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপন-নির্ভরতা, ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিল সংগ্রহের সুযোগ কম
- বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যবহারে সামর্থ্যগত সীমাবদ্ধতা - সংসদ, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন; বাজেট পূর্বানুমানে দুর্বলতা - আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্থানীয় সরকার
- জনসচেতনতার ঘাটতি - স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা সম্পর্কে

লক্ষ্য ১৬.১০

“জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে, তথ্যের প্রাপ্তির অবাধ সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষাকরণ"

সূচক ১৬.১০.১: বিগত ১২ মাসে সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট মিডিয়া কর্মী, ট্রেড ইউনিয়নের এবং মানবাধিকার কর্মীদের হত্যা, গুম, বিনা বিচারে আটকে রাখা এবং নির্যাতনের সংখ্যা

প্রস্তুতি

- মৌলিক স্বাধীনতার মাধ্যমে আইনের চোখে সাম্যতা, জীবন ও জীবিকার অধিকার, চিন্তা ও বিবেক এবং বাক স্বাধীনতা, সংঘ ও সভা/সমাবেশ করার স্বাধীনতা, ধর্মচর্চা, আন্দোলনের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে; অন্যান্য অধিকার (যেমন তথ্য অধিকার) সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী নিশ্চিত করা হয়েছে
- বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও সনদে স্বাক্ষর বা অনুসমর্থন (আংশিক/সম্পূর্ণভাবে) করেছে - **UDHR** (মানবাধিকার), **ICCPR** (নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার), **CRC** (শিশু অধিকার), **CEDAW** (নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বিলোপ), **UNCRMW** (অভিবাসী কর্মীর অধিকার), **ILO Conventions** (শ্রমিক অধিকার)
- অন্যান্য দেশের তুলনায় তথ্যে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে
  - তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ - তথ্যের সংজ্ঞা; আবেদনকারীর চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দেওয়ার জন্য কর্মকর্তা; আপীল করার ব্যবস্থা; অগ্রহণযোগ্য আবেদনের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা; স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশনার ন্যূনতম মানদণ্ড
- তথ্য কমিশন গঠন - রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা
- ‘কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৫-২০২১’ প্রণয়ন
- স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশন নির্দেশিকা, ২০১৪ জারি

বাস্তবতা

- মৌলিক স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান
  - বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড - ২০১৬ সালে ১৯৫ জন, ২০১৫ সালে ১৯২ জন
  - ২০১৬ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে ৯৭ জন ব্যক্তিকে গুম, অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছে
  - সাংবাদিক / ব্লগার হত্যা - ২০১৬ সালে ১ জন, ২০১৫ সালে ৫ জন
- তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে দেশের স্কোর এবং রেটিং মাঝামাঝি
  - ১০০ এর মধ্যে ৪৭ - "আংশিক উন্মুক্ত" (ফ্রিডম ইন দি ওয়ার্ল্ড রেটিং, ২০১৭)
  - ১০০ এর মধ্যে ৪৮.৩৬; ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম (ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স, ২০১৭)
  - ১৫০ এর মধ্যে ১০৭ পয়েন্ট; ১১১টি দেশের মধ্যে ২৪তম (গ্লোবাল রাইট টু ইনফরমেশন রেটিং ২০১৬)
- আবেদন প্রাপ্তির তুলনায় তথ্য সরবরাহের হার সন্তোষজনক - ২০১৫ সালে ৬,১৮১টি আবেদন প্রাপ্তি, যার মধ্যে ৫,৯৪০ জন আবেদনকারীকে (৯৬%) তথ্য সরবরাহ করা হয়
- সারাদেশের সবগুলো জেলা ও উপজেলায় প্রায় ২১,০০০ জন তথ্য কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিগুলোতে বিশেষকরে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন মেনে চলার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

চ্যালেঞ্জ

- জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা সরকারের পক্ষ থেকে অস্বীকার করার প্রবণতা
- এসব ঘটনা তদন্তে সরকারের পক্ষ থেকে সদিচ্ছা ও তদন্তের ফলাফল প্রকাশে স্বচ্ছতার ঘাটতি
- তথ্য ও মতামত প্রকাশের বিরুদ্ধে কিছু বিধানের অপব্যবহার
  - বিশেষকরে ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা বা তাদের পরিবারের সদস্যদের সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৭ ধারার উদ্বেগজনক অপব্যবহার
  - বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৬ - অভিব্যক্তি এবং সংস্থার স্বাধীনতাকে সীমিত করেছে
  - 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭' এবং প্রস্তাবিত খসড়া 'বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আইন', 'ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং অ্যাক্ট', 'ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট' - মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বাধা-নিষেধ বাড়বে বলে মনে করা হয়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এসডিজি ১৬-এর লক্ষ্যগুলোর প্রায় সবগুলোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঘাটতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি যথেষ্ট পরিপুষ্ট
  - তবে একদিকে কোনো কোনো আইনে দুর্বলতা রয়েছে, আবার অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের ঘাটতি রয়েছে
  - অনেকক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ সীমিত বা চর্চায় ঘাটতি রয়েছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহার লক্ষ করা যায়; দলীয় বিবেচনায় আইনের প্রয়োগ হয়
- বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্নীতি ও ঘুষ, অর্থপাচার, মৌলিক স্বাধীনতার ব্যত্যয় ও মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত
- জাতীয় শুদ্ধাচার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়ার পেছনে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, নির্বাহী বিভাগ ও প্রশাসনের আধিপত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
- বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের জনগণের কাছে জবাবদিহিতার কোনো কাঠামো নেই; অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা ব্যবস্থাও দুর্বল
- স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ পর্যাপ্ত নয়

সুপারিশ

আইনি সংস্কার

১. সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে, এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে
২. সংবিধানের ৭০ ধারা সংশোধন করে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সংসদ সদস্যদের নিজ দলের সিদ্ধান্তের বাইরে/ বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অনুমোদন দিতে হবে
৩. অধস্তন আদালতের ওপর আইন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমূলক ধারা বাতিল করতে হবে
৪. সরকারি কর্মচারীদের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, অধিকার ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক সার্ভিস আইন প্রণয়ন করতে হবে
৫. পুলিশকে জনবান্ধব করার জন্য পুলিশ আইন ১৮৬১ সংস্কার, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪-এর ৫৪ ধারা বাতিল করতে হবে
৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদেরকে উপদেষ্টা করার বিধান রহিত করতে হবে

সুপারিশ

আইনি সংস্কার

৭. নির্বাচন কমিশনের গঠন, কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম নিয়ে আইন প্রণয়ন করতে হবে

৮. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত ও মামলা করার ক্ষমতা দিতে হবে

৯. তথ্য অধিকার আইনে ব্যবসায়, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

১০. তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০১৩-এর ৫৭ ধারা বাতিল করতে হবে

১১. বৈদেশিক অনুদান আইন ২০১৬-এর ১৪ ধারার নিবর্তনমূলক অংশ বাতিল করতে হবে

সুপারিশ

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়

১. **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক সংস্থাগুলোর জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল বাড়ানো, প্রেষণে নিয়োগের পরিবর্তে নিজস্ব কর্মীদের পদায়ন, এবং কর্মীদের দক্ষতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে

২. **আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** দুর্নীতি দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানের (দুদক, সিএজি, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা) জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে

৩. **অর্থপাচার প্রতিরোধে সক্ষমতা বৃদ্ধি:** দুদক, এনবিআর, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জন্য অর্থপাচার তদন্ত ও মামলা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট ইউনিট থাকতে হবে; অর্থপাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আন্ডার-ইনভয়েসিং, ওভার-ইনভয়েসিং চিহ্নিত করার জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায়িত করতে হবে

৪. **প্রণোদনা:** প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনা দিতে হবে

সুপারিশ

প্রায়োগিক পর্যায়

১. **বেজলাইন জরিপ পরিচালনা:** জাতীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে জনগণের আস্থা ও সন্তুষ্টি, ঘুষ ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দেশব্যাপী বেজলাইন জরিপ বিবিএস-এর মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষার স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি বা নাগরিক সমাজ কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমন্বয় করা প্রয়োজন

২. **লক্ষ্যভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:** এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনায় এসডিজি ১৬-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে ২০৩০ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা / মাইলফলক নির্ধারণ করতে হবে (যেমন ২০৩০ সালের মধ্যে কতটুকু দুর্নীতি ও ঘুষ কমাতে হবে, বা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট সেবাগ্রহীতাদের হার কতটুকু বাড়াতে হবে তার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা)

৩. **দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা:** দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রকাশের জন্য দুর্নীতিগ্রস্ত জনপ্রতিনিধি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নিতে হবে

৪. **দুর্নীতির মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি:** দুর্নীতির মামলার কার্যকর ও সময়ানুগ তদন্ত ও নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে

৫. **স্বচ্ছ ক্রয় প্রক্রিয়া:** সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের সব ক্রয়ের জন্য ই-প্রকিউরমেন্ট প্রচলন করতে হবে

৬. **বিচার-বহির্ভূত হত্যার তদন্ত:** সব ধরনের বিচার-বহির্ভূত হত্যা, গুম ও পুলিশী হেফাজতে মৃত্যুর তদন্তের জন্য বিচার-বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে

ধন্যবাদ

1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
LEAVING NO ONE BEHIND

দুর্নীতিবিরোধী আইনি কাঠামো

- দণ্ডবিধি, ১৮৬০
- ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮
- সিভিল প্রসিকিউশন কোড, ১৯০৮
- দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪
- দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭
- সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯
- ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৭
- বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪
- **গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২**
- রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৯
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
- সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯
- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১
- অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন, ২০০৯
- অপরাধ সম্পর্কিত পারস্পরিক আইনি সহায়তা অধ্যাদেশ ২০১২

দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে সহায়ক প্রতিষ্ঠান

- দুর্নীতি দমন কমিশন
- বিচার বিভাগ
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ
- কমপট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অফিস (ওসিএজি)
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
- বাংলাদেশ ব্যাংক
- নির্বাচন কমিশন
- তথ্য কমিশন
- মিডিয়া
- সুশীল সমাজ
- উন্নয়ন সহযোগী